সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের প্রথমার্ধে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন এক ভয়াবহ সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল। এই সময়েই সন্তোষকুমার ঘোষের আগমন ঘটে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৫) যে সময় ও সমাজকে সাংবাদিকের (কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সময়ে 'প্রত্যহ', 'যুগান্তর', 'স্টেটসম্যান' 'আনন্দবাজার', 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, আধুনিক বাঙালি জীবনের গতিপ্রকৃতি ও বাঁক বদলের ক্ষেত্রে সেই সময়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়, আগস্ট আন্দোলন, মন্বন্তর, স্বাধীনতা, দেশভাগ, দাঙ্গা— জাতীয় স্তরে, আর অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত বদলে দেয় সমকালীন ও পরবর্তীকালের বাঙালি জীবন ও সমাজকে। অর্থনৈতিক মন্দা, নিরন্ন মানুষের হাহাকার, বিক্ষোভ, লুণ্ঠন, বিশ্বাসহীনতা, বাস্তুহারা মানুষের সংগ্রাম, চোরাকারবারি, কালোবাজারি— এইসব ঘটনার কবলে পড়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে যখন ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা, তখন সন্তোষকুমার ঘোষ তাঁর রচনায় তুলে ধরলেন একদিকে তীক্ষ্ণ সমাজবোধ ও নারীভাবনা, অন্যদিকে ব্যক্তিমানুষের যন্ত্রণা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ— সাহিত্যের সবকটি শাখায় বিচরণ করলেও উপন্যাস রচনায় তাঁর খ্যাতি সবিশেষ। কলকাতার মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা ও ব্যর্থতা, অর্থনৈতিক চাপে নৈতিক জীবনের সংকট, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন, বাইরের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে অন্তরের আবেগের সংঘাত ও উত্তরণের চিত্র, সর্বোপরি সমকালীন বাঙালি জীবনের বহু বিচিত্র বীক্ষণই তাঁর উপন্যাসের প্রধান বিষয়। আবার এই বাঙালি জীবন ও হৃদয়ের আবেগের রূপায়ণ করতে গিয়ে তিনি ব্যবহার করেছেন নানা আত্মজৈবনিক উপাদান, যা তাঁর সৃষ্টিকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। সন্তোষকুমার ঘোষের সামগ্রিক ঔপন্যাসিক সত্তার অন্বেষণ করাই এই গবেষণাকর্মের মূল প্রয়াস। "সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস : জীবনবীক্ষা ও সমাজ-সত্যের অন্বেষণ" শীর্ষক এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে নিম্নলিখিত পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় : **সন্তোষকুমার ঘোষের জীবন ও উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গ**

দ্বিতীয় অধ্যায় : **সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস : চরিত্র ও সমাজ**

তৃতীয় অধ্যায় : **সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস : নারীভাবনা**

চতুর্থ অধ্যায় : **সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস : আত্মজীবনীমূলক উপাদান**

পঞ্চম অধ্যায় : **সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাস : নির্মাণকৌশল**

উপসংহার

গবেষণা অভিসন্দর্ভটিতে উপন্যাস সংক্রান্ত মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ঔপন্যাসিক সন্তোষকুমার ঘোষের স্বাতন্ত্র্য বা গবেষণার বিষয় হিসাবে সন্তোষকুমার ঘোষকে কেন বেছে নিয়েছি, সেই সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে এবং সন্তোষকুমার ঘোষের সাহিত্য নিয়ে পূর্ববর্তী গবেষণাকর্মের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরে বর্তমান গবেষণাকর্মের সঙ্গে তার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে 'ভূমিকা' অংশে।

প্রথম অধ্যায়ে মূলত দু'টি দিক রয়েছে— (এক) সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কিত আলোচনা, যেখানে উঠে এসেছে— সন্তোষকুমার ঘোষের জন্ম, বাল্য-কৈশোর-যৌবনের পরিচয়, পরিবার-পরিজন, বন্ধুবর্গ, শিক্ষাজীবন, সাংবাদিকতা, সাহিত্যচর্চার প্রতি আগ্রহের কারণ ও সাহিত্যচর্চা সম্পর্কিত আলোচনা। (দুই) সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গের সম্পর্ক নির্ণয় অর্থাৎ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় বা ঘটনাবলি কীভাবে তাঁর উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে, সেই সম্পর্কিত আলোচনা উঠে এসেছে এই অংশে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'চরিত্র' ও 'সমাজ' পরিভাষা দু'টির প্রাথমিক পরিচিতি তুলে ধরে সন্তোষকুমার ঘোষের পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসে চরিত্র ও সমাজের যে নিবিড় সম্পর্কসূত্র লক্ষ করা যায়, তা খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখকেরা কখনই সমাজকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে পারেন না। সন্তোষকুমার ঘোষও পারেননি। তবে সন্তোষকুমার ঘোষ অন্যান্য লেখকদের তুলনায় উপন্যাসে সমাজকে ততটা গুরুত্ব দেননি, যতটা দিয়েছেন

চরিত্রের ব্যক্তিত্বের ওপর। সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', 'সুধার শহর' ও 'সময়, আমার সময়' উপন্যাস তিনটি আলোচনাসূত্রে এখানে দেখানো হয়েছে, উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ অপেক্ষা চরিত্রের ব্যক্তিত্ব কীভাবে অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে 'নারীবাদ' সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা প্রদান করার পাশাপাশি সন্তোষকুমার ঘোষের পূর্ববর্তী লেখকদের রচনায় উল্লিখিত বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থানকে খুব সংক্ষেপে নির্দেশ করা হয়েছে। 'নারী' বহুচর্চিত একটি বিষয়। সন্তোষকুমার ঘোষও তাঁর 'কিনু গোয়ালার গলি', 'রেণু, তোমার মন', 'ফুলের নামে নাম', 'ফুল নদী পাখি' ও 'নিশীথ রাতে' উপন্যাসে নারী সম্পর্কিত ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। বাঙালি সমাজে নারীর অবস্থান ও সংগ্রাম, কর্মজীবনের বিড়ম্বনা ও স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা, নারী মনস্তত্ত্ব, ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থানকারী নারীর নিষ্পেষণ, প্রেম, ঈর্ষা ও সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের প্রত্যাশা— এই সংক্রান্ত আলোচনাই উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'জীবনীসাহিত্য', 'আত্মজীবনী', 'আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস' পরিভাষাগুলির পরিচয় ও বাংলা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের ধারা সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে একটি ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সন্তোষকুমার ঘোষ পাঁচটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন— 'নানা রঙের দিন', 'মুখের রেখা', 'জল দাও', 'স্বয়ং নায়ক' ও 'শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মাকে'। এই আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসগুলিতে লেখকের আত্মসমীক্ষা, আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মোপলব্ধির অনন্য সমাবেশ ঘটেছে। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ ফিরে গিয়েছেন অতীত জীবনের সময়পর্বে, তুলে এনেছেন নিজের বাল্য-কৈশোর-যৌবনের নানা প্রসঙ্গকে— সেই সম্পর্কিত আলোচনাই উঠে এসেছে এই অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসের নির্মাণকৌশল আলোচনা করতে গিয়ে উপন্যাস বিচারের বিভিন্ন উপাদানকে অবলম্বন করা হয়েছে। লেখকের প্রতিটি উপন্যাসের প্লট বা কাহিনি নির্মাণ, বর্ণনারীতি ও দৃষ্টিকোণ, সময় ব্যবহার, ভাষারীতি (সংলাপ, চিত্রকল্প, উপমা, ব্যঙ্গ, রসিকতা) সংক্রান্ত আঙ্গিকগত বিষয়গুলি বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

সবশেষে পাঁচটি অধ্যায়ের আলোচনাসূত্রে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে উপসংহারে তুলে ধরা হয়েছে।

এছাড়া সন্তোষকুমার ঘোষের জীবন ও সাহিত্যকর্মকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে 'পরিশিষ্ট' অংশে। এরপরে 'গ্রন্থপঞ্জি' ও 'নির্ঘণ্ট' সংযোজন করে অভিসন্দর্ভটি সমাপন করা হয়েছে।